Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-III, January 2020, Page No. 01-10
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

গীতালোকে মনুষ্য জীবন

জয়ন্ত মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র মহাবিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

All we know that, Srimad Bhagavad Geeta, literally the Divine Song of the Lord Krishna. It is the holy book of the Hindus. It is believed to be a straight gospel from the lips of Lord Krishna as he advised Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. It comprises 700 shlokas across 18 chapters as part of the epic Mahabharata. The battlefield is symbolic of life. Most of us are also full of fears and misgivings about meeting the challenges that life throws in our face. There are many moments when we feel overwhelmed, and want to slip away and not face situations that need solutions. The Bhagavad Gita can be utilised like a daily Bible, a guide for every problem that we may encounter. The Gita is a handbook of instructions about how every human being can imbibe the Vedanta philosophy in one's life.

Keywords: The Gita, Nature of Guans, Relevance of the Gita, Gita and youth, Platonic action, Fidelity, Yoga, Own biz, Balanced intellect, Sacrifice.

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন- এই প্রবৃত্তি চতুষ্টয়কে অবলম্বন করে জীব সকল এগিয়ে চলেছে এক অজানা পথে। মানুষ সহ সমস্ত জীবের আকাঙ্ক্ষা হল সুখান্বেষণ বা আনন্দ লাভ।এই সুখাভিলাষ বা আনন্দ লাভের ইচ্ছা জন্মগত। কেননা আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র। আনন্দ বা সুখই আমাদের স্বরূপ- **'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ'।**[1]

আনন্দ লাভে কী হয় বা আনান্দ লাভের উদ্দেশই বা কি? আনন্দের স্বরূপ উন্মোচিত হলে উদ্বেগ,ভয়,দুঃখ,যন্ত্রণা কোন কিছুই জীবকে টলাতে পারে না-সব কিছুর মধ্যেই জীব তখন অপূর্ব এক রসের আস্বাদ পেয়ে রসিক হয়ে ওঠে। সে তখন হয়ে যায় অমৃত,অভয়,ব্রহ্মস্বরূপ - **'রসো বৈ সঃ'।**[2] এই অমৃত রসের অধিপতি পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শোকে মুহ্যমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে ভক্তিরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়ে কর্মরূপ দাঁড়কে অবলম্বন করে জ্ঞানরূপ অমৃতসাগরের গীতারূপ সুধাভাণ্ড উপহার দিয়েছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: 'শ্রী' কথাটি ভাগ্য,সম্পদ, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যিনি 'শ্রী' যুক্ত তিনিই শ্রীমৎ ,ভগবান। 'গীত' কথার অর্থ গান। সুতরাং 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' হল ভগবান শ্রী কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গান বা ঈশ্বরের গান। স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি তাঁর **'গীতাবোধিনি'**-তে লিখেছেন, 'গী' বাণী,যার দ্বারা তৎ নামা বস্তু 'ইত' প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা

[1] তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩/৬/১।
[2] তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৭/২।

'গীতা'; যে বাণীর দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত 'তৎ'-কে জানা যায় তাই 'গীতা'। 'উপনিষদ' শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ, উপনিষদের বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হওয়ায় 'গীতা' শব্দটিও স্ত্রীলিঙ্গ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বাদরায়ণ বেদব্যাসকৃত 'মহাভারত' মহাকাব্যের 'ভীষ্ম'পর্বের ২৫-৪২তম অধ্যায় 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' নামে পরিচিত।শঙ্করাচার্য, শ্রীধর, রামানুজ প্রমুখেরা এই গ্রন্থটিকে **'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'ভগবদ্গীতা' বা 'গীতা'** নামে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস সেহেতু মহাভারতান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও রচয়িতা বেদব্যাস-ই। সাতশত শ্লোকে নিবদ্ধ হওয়ায় গীতাকে 'সপ্তশতী'ও বলা হয়।

কুরুপাণ্ডবদের লোকক্ষয়কারী মহারণে অর্জুন তাঁর প্রতিপক্ষরূপে সমাগত স্বজন-পরিজন-গুরুজনদের দেখে বিষাদে আচ্ছন্ন হলেন। হাত থেকে খসে পড়ল 'গাণ্ডীব'। বিষাদাচ্ছন্ন অর্জুনের এই ক্লীবত্বকে অপনোদনের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষাত্রধর্ম ও আত্মতত্ত্ববিষয়ক যে উপদেশ দেন তাই 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার' মুখ্য উপজীব্য বিষয়। অষ্টাদশ অধ্যায় সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্বোপদেশ সংকলন সর্বোপনিষৎসার 'শ্রীমদ্ভগবদতোপনিষদ্' রূপেও অভিহিত।

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ"।[3]

উপনিষদ, গীতা এবং বেদান্ত দর্শন-এই শাস্ত্রত্রয়কে একত্রে 'প্রস্থানত্রয়ী' বলে।'প্রস্থান'কথার মর্মার্থ হল, এই তিনটি ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করে সংসার-সমুদ্রযাত্রী ব্যক্তিবর্গ মোক্ষ পথে প্রস্থান করেন। পণ্ডিতগণের মতে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় নিয়ে যে বিরোধ, গীতা সেই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে নানা মত ও পথের সমন্বয় সাধন ঘটিয়েছে। ঈশ্বরে আত্যন্তিক আত্মসমর্পণ-ই গীতার শেষ শিক্ষা। ঋষি অরবিন্দ তাই বলেছেন- "The whole of the Gita's gospel of work rests upon its idea of sacrifice and contains in fact the eternal connecting truth of God and the world and works."[4]

গীতা ও মনুষ্য জীবন

পরিদৃষ্টমান এই বিশ্বচরাচর প্রকৃতির কর্মকাণ্ডের ফল। প্রক্রিয়তে কার্যাদিকভনয়েতি প্র+কৃ+ক্তিন্=প্রকৃতি, স্বভাব। যা তত্ত্বান্তরের উৎপাদন রূপ কার্যসাধন করে কিন্তু কখনো কৃত হয় না, তাই প্রকৃতি- **'প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ'।**[5] প্রকৃতি হল সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ- এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা '**... প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা'।**[6] বাহ্য জগতে গুণত্রয়ের প্রকাশকে আমরা সমতা, ক্রিয়াশীলতা ও জড়তা বলতে পারি। প্রকৃতির অন্তর্গত জীবসকল এই গুণত্রয়ের প্রভাবে কর্ম করতে বাধ্য-'**কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ'।**[7] প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এই গুণরূপ শক্তিত্রয়ের অবস্থান।

গুণত্রয়ের প্রকৃতি ও কর্মতত্ত্ব: ভগবান গীতায় বলেছেন,সত্ত্বগুণ প্রবল হলে সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশ বা নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়- **'তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্'।**[8] সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে স্বর্গাদি দিব্যলোক প্রাপ্তি

---

[3] শ্রী শ্রী গীতা-মাহাত্ম্য,শ্লোক-৫।

[4] Essays on the Gita-Sri Aurobindo-p.154.

[5] সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী ,পৃ;৩৬।

[6] ঐ

[7] গীতা ৩/৫।

[8] গীতা ১৪/৬।

হয়।[9] এই সত্ত্বগুণ দ্বিবিধ- শুদ্ধ সত্ত্বগুণ ও মিশ্র সত্ত্বগুণ। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁর **'বিবেকচূড়ামণি'** গ্রন্থে এই দ্বিবিধ সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে—

"বিশুদ্ধসত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা যয়া সদানন্দরসঃ সমৃচ্ছতি"।।[10]

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সারধর্ম দুটি- ১। আত্মজ্ঞান ২। আত্মানন্দ। মিশ্র সত্ত্বগুণ হল- কর্তৃত্বাভিমান, যমনিয়মাদি, শ্রদ্ধা,ভক্তি, মুমুক্ষুতা, শমদমাদি দৈবী সম্পদ, অনিত্য বস্তুতে বিরাগ। সত্ত্বগুণ জলের ন্যায় নির্মল হলেও অন্যদুটি গুণ মিশ্রিত হওয়ায় সত্ত্বগুণও বন্ধনের কারণ-

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি।
তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে"।।[11]

এই সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন হয় সাত্ত্বিক সুখ। সাধনসাধ্য সাত্ত্বিক সুখ অগ্রে বিষের ন্যায় হলেও পরিণামে অমৃতোপম, নিজের নিষ্কাম শুদ্ধ নির্মল বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে সাত্ত্বিক সুখের উৎপত্তি। ভগবান বলেছেন-

"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামে২মৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি-প্রসাদজম্"।।[12]

রজোগুণ প্রবল হলে প্রবল বিষয় স্পৃহা, কর্ম-প্রবৃত্তি, অস্থিরতাদি ভাব জন্মায়। রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে মনুষ্য যোনিতে জন্ম হয়। কাম ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অসূয়া, অভিমান, ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য- এই ঘোর ধর্মসমূহ রজোগুণের। এই গুণের প্রভাবে জীব কর্মে প্রবৃত্ত হলেও এই গুণ বন্ধনের কারণ- **'তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্'।**[13] এই রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয় রাজসিক সুখ। রূপ-রসাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগবশতঃ উৎপন্ন এই সুখ অগ্রে অমৃতোপম হলেও পরিণামে বিষের ন্যায়- **'পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্'।**[14]

তমোগুণের লক্ষণ অন্ধকার বা কর্মশুন্যতা। এই গুণ প্রবল হলে অনুদ্যম, কর্তব্যের বিস্মৃতি, বুদ্ধি-বিপর্যয় প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে পশ্বাদি যোনিতে জন্ম হয়- **'জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'।**[15]

তমোগুণ নিষ্পন্ন তামসিক সুখ প্রথমে ও পরিণামে আত্মার বা বুদ্ধির মোহজনক। এই সুখ নিদ্রা, আলস্য ও কর্তব্যবিস্মৃতি থেকে উৎপন্ন। ভগবান বলেছেন-

"যদগ্রে চানুবন্ধ চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্"।।[16]

---

[9] গীতা ১৪/১৮।
[10] বিবেকচূড়ামণি-১২১।
[11] বিবেকচূড়ামণি-১১৯।
[12] গীতা ১৮/৩৭।
[13] গীতা-১৪/৭।
[14] গীতা-১৮/৩৮।
[15] গীতা-১৪/১৮।
[16] গীতা-১৮/৩৯।

কর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ পূর্বক ভগবান গীতায় দেখিয়েছেন জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ-এগুলি পরস্পর সমন্ধযুক্ত এবং প্রত্যেকেই সত্ত্বাদি গুণ ভেদে ত্রিবিধ। যেমন-

গুণত্রয় থেকে নিষ্পন্ন কর্মসমূহের মধ্যে সাত্ত্বিক কর্মই নিষ্কাম কর্ম;রাজসিক ও তামসিক কর্ম সকাম কর্ম। গীতানুসারে কর্মের কর্তব্যাকর্তব্য-বিচারে কর্মের ফলাফল না দেখে কর্তার বাসনাত্মিকা বুদ্ধির বিচার করা হয়। এইরূপ বিচারে হিংসাত্মক যুদ্ধাদি কর্মও সাত্ত্বিক হতে পারে, আবার অবস্থা বিশেষে লোকহিতকর দানাদি কর্মও রাজসিক বা তামসিক হতে পারে। ঠিক এইভাবেই একই কর্ম একজনের পক্ষে যেমন সাত্ত্বিক হতে পারে,অপরের পক্ষে রাজসিক বা তামসিক হতে পারে। যেমন- কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধ অর্জুনের পক্ষে সাত্ত্বিক, কেননা তিনি স্বধর্ম ভেবে নিষ্কাম ভাবে এই কর্মের অনুষ্ঠান করেছেন। কর্ণাদি যোদ্ধার পক্ষে এই কর্ম রাজসিক,কেননা ধনমানাদির লোভে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। দুর্যোধনের পক্ষে এই কর্ম তামসিক, কেননা তিনি নিজের সামর্থ্য, শক্তিক্ষয়, ভাবিফল ইত্যাদি বিবেচনা না করেই মোহবশতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

বর্তমান সমাজে গীতার প্রাসঙ্গিকতা: কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শোকে মুহ্যমান অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যেই গীতামৃতের অমৃতবারি বর্ষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই অর্জুন। অর্জুনের মত সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা দিশেহারা-স্বকর্তব্যবিস্মৃত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা কেউই অর্জুনের মত জিজ্ঞাসু হতে পারিনি, আমরা বুঝতেও পারিনা যে গীতার মধ্যে কোন অমৃতত্ত্বের বীজ লুকিয়ে আছে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা হয়তো অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি, তাঁর নাম-জপ করি, অনেকেই তাঁর চরিত্রে কালিমা লিপ্ত করে নিজেদের তথাকথিত পণ্ডিত ভেবে বসি। কিন্তু আমরা যদি সূক্ষ্মভাবে বিচার করি তো উপলব্ধি হতে পারে যে, তাঁর নাম জপের মাহাত্ম্যের চেয়ে তাঁর দেওয়া গীতা তত্ত্বের মর্মোপলব্ধি পূর্বক সেই তত্ত্বের হৃদয়ঙ্গম অনেক বেশী ফলপ্রসূ। ভগবান স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে যুদ্ধ থামাতে পারেনি, কারণ ভবিতব্য তিনি জানতেন। তাই তিনি প্রিয়সখা অর্জুনকে পরমতত্ত্বের উপদেশ দিয়েছিলেন। অতএব আমাদেরও উচিত সেই তত্ত্বকে উপলব্ধিপূর্বক চরিত্রগত করা। সুতরাং নিজের উন্নতিকামী ব্যক্তির জীবনে তথা মানব জীবনে গীতার ভূমিকা পরতে পরতে।

গীতা ও যুবসমাজ: বর্তমান যুগে যুবসমাজকে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং উত্তেজনা গ্রাস করছে। ফলস্বরুপ অকালবার্ধক্য এবং বিভিন্ন অসুখের শিকার যুবসমাজ। বর্তমানে বিবেক বান্দ্রা, সন্দীপ মাহেশ্বরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ যুব সমাজকে Motivate করে চলেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় Motivational Speaker বিশ্বে সুদুর্লভ। পার্থরূপ যুবসমাজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অমোঘ বাণী—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"।।[17]

গীতায় বর্ণিত শিক্ষাগুলিকে পাথেয় করলে যুবসমাজের জীবন আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ হয়, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়, কর্মবিমুখতার বদলে কর্ম করার অনুপ্রেরণা পায় যুবসমাজ ।তারা ত্যাগের মহান আদর্শে দীক্ষিত হওয়ার কারণে ক্ষুদ্র স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না। আলস্য করতেই তখন তারা আলস্য করে। তখন তারা বুঝতে পারে- **'গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ'।**[18] কর্মের বন্ধনের প্রকৃত রহস্য বুঝতে পেরে যুবসমাজ সহজেই নিষ্কাম কর্মের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বিশ্ব নাগরিকে পরিণত হতে পারে।

গীতা ও নিষ্কাম কর্ম: আমরা প্রায়শই শুনি যে পাশ্চাত্য দেশের মানুষ রাজসিক বৃত্তিসম্পন্ন ও কর্মযোগী। কাজেই কর্ম জীবনে তারাই আমাদের আদর্শ স্থানীয়। আমরা ভুলে যাই আমাদের গীতার কথা। পাশ্চাত্যের কর্মযোগ অপেক্ষা গীতোক্ত কর্মযোগের আদর্শ অনেক উচ্চ। পাশ্চাত্যের কর্ম জীবনের মূলে অভিমান, আত্মপ্রতিষ্ঠা, বিশ্বময় আমিত্বের প্রসার; গীতার কর্মসূত্রের মূল নিরভিমানিতা,অহংত্যাগ, জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্যের কর্ম ভোগ, বন্ধন; গীতোক্ত কর্ম যোগ, মোক্ষসেতু।

গীতায় বর্ণিত কর্মতত্ত্বের মূল ভাব এই-নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু তাতে আসক্ত হোয় না। আমরা প্রায়শই অনেক ব্যক্তির বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে, চালচলন দেখে কর্মযোগী বলে মনে করি। গীতোক্ত কর্ম কিন্তু বাহ্যিক আড়ম্বর নয়; তা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ বিষয়। প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা কর্মসকল সম্পন্ন হয়। অহঙ্কারী ব্যক্তিগণ কোন সম্পাদিত কার্যের দখল নিয়ে নিজেকেই কর্তা ভেবে বসে-**'অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'।**[19] কর্মমাত্রই দোষ দুষ্ট। কর্ম করলেই তার ফল অবশ্যম্ভাবী, সেই ফল ভালো হোক বা মন্দ। কিন্তু ফলত্যাগ করে অনাসক্তচিত্তে কর্ম করলে তা বন্ধনের কারণ হয় না। গীতার নিষ্কাম মন্ত্রে উজ্জীবিত ব্যক্তির জীবনে হাজার বাঁধা, ব্যর্থতা আসলেও সে কখনও ভেঙ্গে পরে না। বরং সে আরও উৎসাহ নিয়ে কর্ম করতে উদ্যত হয়। কেননা তার সেই কর্ম তো কামনা-বাসনাদি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত।

কিন্তু নিষ্কাম কর্ম আসলে কি? অনেকেই মনে করেন কর্ম এমনভাবে করা উচিত যাতে সুখ বা দুঃখ কোনোটিই কর্মীর মন স্পর্শ না করে। কিন্তু একথা ঠিক নয়।কেননা ইতর অনেক জীব রয়েছে যারা তাদের বাচ্চাদের ভক্ষণ করে, কিন্তু এরা তার জন্য অনুতাপ করে না, পথিকের দ্রব্য অপহরণকালে দস্যুদের মনে যদি সুখ বা দুঃখের অনুভূতিই না হয়- তবে বলতে হয় এরাও নিষ্কাম কর্মী। এই অর্থে কঠিন হৃদয় আতঙ্কবাদী গণ ও নিষ্কাম কর্মী। একখণ্ড প্রস্তর বা দেওয়ালের সুখ বা দুঃখের অনুভূতি নেই-কিন্তু তারাও কি নিষ্কামী? নিশ্চয়ই তা নয়। গীতা আমাদের যোগারূঢ় হয়ে কর্ম করতে বলে। যোগযুক্ত কর্মে অহংবোধ থাকে না। যোগযুক্ত চিত্তে কর্ম করলে সেই কর্ম অনন্তগুণ উৎকৃষ্ট হয়।

গীতার নিষ্কাম মন্ত্রে উজ্জীবিত ব্যক্তি তার অন্তরিন্দ্রিয়গুলি সংযত করতে পারলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী করতে পারে না। এইভাবে তার দ্বারা সৎ চিন্তা ও সৎ কর্ম করার প্রবণতা প্রবল হয়। এই সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সর্বদাই দেশ ও দশের সম্পদ; যেহেতু তাদের দ্বারা অশুভ বা অন্যায় কাজ কখনই সম্ভব নয়।

গীতা ও কর্তব্যপরায়ণতা: কর্মই ধর্ম,আর গীতা তো কর্মে অনুপ্রেরণা যোগানোর ধন্বন্তরী মহৌষধ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, **"ভগবতী নিজে পঞ্চমুন্ডীর উপর বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন – লোকশিক্ষার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ**

---

17 গীতা -২/৩।
18 গীতা-২/১১।
19 গীতা-৩/২৭।

পুর্ণব্রহ্ম, তিনিও রাধাযন্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা করেছিলেন''।[20] গীতা আমাদের কর্তব্যকর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার শিক্ষা দেয় না, নিষ্কাম ভাবে কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠানের শিক্ষা দেয়- **'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর'।**[21] স্বয়ং ভগবান কর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেছেন-

"ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি"।[22]

সকল কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, মনের ভিতরে যে পূর্ণ শক্তি রয়েছে তা প্রকাশ করা,আত্মাকে জাগিয়ে তোলা। বর্তমানে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সর্বত্রই স্বার্থপরতা, লোভ, উদ্যমহীনতা বিরাজমান। সংশ্লিষ্ট কার্যে নিযুক্ত কর্মচারী উৎকোচ ছাড়া ফাইল খোলে না, নেতাগণ প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছোটাতে, ঠিকাদার অর্থ চুরিতে তৎপর।সকলেই ক্ষুদ্র স্বার্থে নিমগ্ন। একমাত্র গীতার কর্মযোগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেই এই সমস্ত নিকৃষ্ট কর্ম থেকে মুক্তি মিলতে পারে। আমাদের সামনে যেমন কর্ম আসবে,যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করা উচিত। কর্ম করতে থাকলে ঐ কর্মের পশ্চাতে কোন স্বার্থ আছে কিনা তা বিচার্য। এমন এক দিন আসবে যখন স্বার্থপূর্ণ কর্মই নিঃস্বার্থ কর্মে পরিণত হবে।আর যে মুহূর্তে আমরা সেই অবস্থায় পৌঁছাব সেদিনই দেশ বিশ্বগুরুতে পরিণত হবে।

গীতা ও যোগ: 'যোগ' শব্দটি সংস্কৃত। এর একাধিক অর্থ রয়েছে।এটি সংস্কৃত 'যুজ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ 'নিয়ন্ত্রণ করা', 'যুক্ত করা' বা 'ঐক্যবদ্ধ করা'।[23] 'যোগ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ তাই 'যুক্ত করা', 'ঐক্যবদ্ধ করা', 'সংযোগ' বা 'পদ্ধতি'।[24] মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর **'যোগসূত্র'** গ্রন্থে যোগের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটিকেই তার সমগ্র গ্রন্থের সংজ্ঞামূলক সূত্র মনে করা হয়। তাঁর মতে- **"যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"।**[25] অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা লয়ই যোগ। চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলায় কেও আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারেন -'যুজ্' ধাতুথেকে যোগ শব্দ নিষ্পন্ন, সুতরাং এর অর্থ সংযোগ, নিরোধ নয়। 'যুজ্' ধাতুর প্রয়োগ কেবল সংযোগ অর্থেই হয় না, সমাধি অর্থেও হয়। পাণিনি বলেছেন - **'যুজ্ সমাধৌ'।** ব্যাসও বলেছেন- **'যোগঃ সমাধিরিতি'**। কিন্ত কেবলমাত্র ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই সব শব্দের ব্যবহার হয় না। 'গো' শব্দ গমনশীল বস্তুমাত্রকেই না বুঝিয়ে কেবল গরুকেই বোঝায়, সেরূপ 'যোগ' শব্দের দ্বারা চিত্তবৃত্তিনিরোধকে বোঝানোই পতঞ্জলির অভিপ্রায়। 'যোগ' শব্দের পারিভাষিক অর্থ 'চিত্তবৃত্তিনিরোধ'। সমাধিকে যোগশব্দের গৌণ অর্থ বলা যেতে পারে।[26]

জ্ঞানযোগ,কর্ম যোগ ও ভক্তি যোগ- এই তিনের সমন্বয়ে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। এখানে 'যোগ' শব্দটিবিশেষ অর্থের বোধক। সর্বতোভাবে কর্মে কুশলতা লাভ করাই যোগের মূল কথা—

---

[20] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত,প্রথম খন্ড,পৃঃ ৬৪০।

[21] গীতা ৩/১৯।

[22] গীতা ৩/২২।

[23] For "yoga" as derived from the Sanskrit root "yuj" with meanings of "to control", "to yoke, or "tounite" see: Flood (1996), p. 94

[24] For meaning 1. Joining, uniting, and 2, union, junction, combination see: Apte, p. 788. For "mode,
Manner, means," see: Apte, p. 788, definition 5. For "expedient, means in general," see: Apte, p.788, definition 13

[25] যোগ সূত্র,সমাধিপাদ ২।

[26] সর্বদর্শন সংগ্রহ,অনু,সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী,২য় খন্ড,পৃঃ-১৩০-৩১।

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"।।[27]

পাতঞ্জল দর্শনে যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলা হয়েছে।চিত্ত স্থির করার নিমিত্তে সকল সাধনায়ই যোগ সাধনের প্রয়োজন। পাতঞ্জল যোগের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে যোগ নয়, বিয়োগ- প্রকৃতি পুরুষের বিয়োগ। এই বিয়োগেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি-কৈবল্যলাভ- **'তদাভাবাৎ কৈবল্যম্'**।[28] কিন্তু গীতোক্ত যোগের উদ্দেশ্য, বিয়োগের পর আবার যোগ অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানে চিত্ত সংযোগ,সুতরাং সেখানে কেবল আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি নয়, তা আত্যন্তিক সুখেরও অবস্থা। এই সুখ ভগবানে স্থিতিলাভ জনিত—

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি"।।[29]

এইরূপ যোগী যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন -ধ্যানস্তিমিতনেত্রে তূষ্ণীভাবে অবস্থানই করুন বা সংসারী সেজে ভগবানের কর্মই করুন, তিনি সর্বদা ভগবানেই অবস্থান করেন। মোট কথা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সিদ্ধিতে ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান ভাব বজায় রেখে যে কর্ম তাই যোগ- **'সমত্বং যোগ উচ্যতে'**।[30] সুতরাং প্রকৃত তত্ত্ববেত্তা কর্মযোগী কোন কর্মে ব্যাপৃত হলে সেই কর্ম হয় সমাজের মঙ্গলের জন্য।

গীতা ও স্বধর্ম: 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। যা আমাদের ধারণ করে তাই ধর্ম। মহর্ষি কণাদ মুনির মতে- **'যতো অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ'**।[31] প্রতিটি বস্তুরই নিজস্ব বিশেষ সত্তাগত বৈশিষ্ট্য বা গুণ আছে। এই বিশেষ সত্তাগত বৈশিষ্ট্য বা গুণ হল সেই বস্তুর ধর্ম। যেমন- জলের বিশেষ ধর্ম হচ্ছে শীতলতা, আগুনের ধর্ম উষ্ণতা। এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি দেখেই আমরা বিভিন্ন বস্তু বা জীবকে চিনতে পারি। এখন প্রশ্ন হল স্বধর্ম বলতে কি বোঝায়? 'স্বধর্ম' কথার অর্থ নিজের ধর্ম।যার যা কর্তব্য কর্ম তাই তার স্বধর্ম। **"সমাজমাত্রেই কর্মানুসারে শ্রেণী-বিভাগ আছে। যাঁহারা ধর্ম ও জ্ঞান চর্চা করেন এবং লোকশিক্ষা দেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দেশ রক্ষা করেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা কৃষি- শিল্প-বাণিজ্য দ্বারা দেশের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করেন তাঁহারা বৈশ্য এবং এই তিন শ্রেণীর সাহায্যার্থে যাঁহারা পরিচর্যাত্মক কর্ম করেন তাহারা শূদ্র। এই সকল কর্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাহাঁর অনুষ্ঠেয় কর্ম, তাঁহার duty, তাহাই তাহাঁর স্বধর্ম"-(সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র)**। ভগবান স্বধর্মের মহিমা ব্যক্ত করে বলেছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।[32]

শ্রীকৃষ্ণের অভিমত স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে যদি মৃত্যুও আসে তবুও ভালো কিন্তু পরধর্ম আচরণ ভয়াবহ। শিক্ষার্থীর স্বধর্ম অধ্যয়ন, ডাক্তারের স্বধর্ম রোগীর সেবা, ব্যবসায়ীর স্বধর্ম অনৃত ভাষণপূর্বক ব্যবসা, সৈনিকের স্বধর্ম যুদ্ধ করা। সুতরাং কুররুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয়বীর অর্জুনের স্বধর্ম যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম,পরধর্ম ভিক্ষাবৃত্তি ও

---

27 গীতা ২/৫০।
28 সাংখ্য সূত্র ২/২৫।
29 গীতা ৬/১৫।
30 গীতা ২/৪৮।
31 বৈশেষিক দর্শন-১/১/২।
32 গীতা ৩/৩৫।

কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম- **'ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়ো ২ন্যং ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে'।**[33] শিক্ষার্থী যদি তার স্বধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মাচরণ করে,ডাক্তার যদি তার স্বধর্ম, স্বকর্তব্য ছেড়ে অন্য কর্মে প্রবৃত্ত হয় তবে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবে। কালের গতিতে,অবস্থার পরিবর্তনে, জীবের কর্মফলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত পরিবর্তন হচ্ছে।সুতরাং এই পরিবর্তনশীলতাকে স্বীকার করে পুরুষাকার প্রয়োগ পূর্বক প্রত্যেকেরই স্বধর্ম তথা স্বকর্তব্য পালন অবশ্যকর্তব্য। কারণ এই বিশ্ব সংসারে যা কিছু ঘটছে সবই মনোগত। **অনিলবরণ রায়** তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (১ম খন্ড, পৃঃ- ৩১৭) ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গে যেকথা বলেছেন সেকথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে- **"অন্যের ধর্ম অনুসরণ করা সব সময়েই বিপজ্জনক, কারণ তাহা মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে বিপর্যস্ত করে,তাহা ভিতর হইতে আসে না,বাহির হইতে কৃত্রিমভাবে চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই চাপে মানুষ তাহার প্রকৃত অধাত্ম্য-সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। স্বধর্ম পালন করতে গিয়া যদি জীবনে অকৃতকার্য হইতে হয় এমনকি মৃত্যুকেও বরণ করিতে হয় তাহাও শ্রেয়, কারণ এসবের দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক বিকাশ বিপর্যস্ত হয় না। সকল সফলাতা বিফলতা, জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া মানুষ অমৃতত্বের দিকে চলিয়াছে, কিন্তু নিজের প্রকৃতির অনুসরণ না করিলে সে এই কল্যাণমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।আমাদের অন্তরের যাহা সত্য সেই অনুসারেই আমাদিগকে কর্ম করিতে হইবে, কোন বাহ্যিক বা কৃত্রিম আদর্শের সহিত আপোষ করিলে চলিবে না; আমাদের কর্ম যেন হয় আমাদের আত্মার এবং তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তির জীবন্ত ও যথার্থ প্রকাশ। কারণ আমাদের বর্তমান প্রকৃতিতে আমাদের আত্মার এই অন্তরতম সত্যের অনুসরণ করিয়াই আমরা কালক্রমে দিব্য প্রকৃতির অমৃত ধর্মে উপনীত হইতে পারিব"।**

গীতা ও সাম্যবুদ্ধি: গীতা মহান, উদার বিশ্বপ্রেমের আদর্শের প্রচার করে। আর এই উদার বিশ্বপ্রেমের যারা ধারক বসুধা তাদের কাছে কুটুম্ব—

"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্"।।[34]

সর্বভূতে সমত্বদর্শন যার হয়েছে তিনি অপরের সুখে সুখী, অপরের দুঃখে দুঃখী।কেননা তাঁর কাছে আপন-পর এই ভেদবুদ্ধি নাই।

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।।[35]

বিশ্বপ্রেম বলে যদি কোন বস্তু থাকে, তবে তার মূলে রয়েছে আত্মদর্শন জনিত সমত্ববুদ্ধি।এই সমত্ববুদ্ধি না থাকলে জীবে প্রেম নিরর্থক। একমাত্র সর্ব জীবে সমত্ববুদ্ধি থাকলেই উপলব্ধি হয় আমার যাতে সুখ তাতে অন্যেরও সুখ নিহিত। এই সমত্ত্ববুদ্ধির যথার্থ জ্ঞান হলে ব্যক্তিমানব মহামানব থেকে বিশ্বমানবে পরিণত হন, তিনি বিশ্বময় পুরুষোত্তমকে দেখেন-সর্বভূতে বিশ্বেশ্বরকে দেখে বিশ্বপ্রেমে পুলকিত হয়ে বিশ্বকর্মেই জীবনক্ষেপ করেন। ভগবান বলেছেন—

"সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে"।।[36]

---

33 গীতা ২/৩১।
34 মহৌপনিষদ-৪/৭১।
35 ঈশোপনিষদ-৬।
36 গীতা ৬/৩১।

গীতা ও ত্যাগ: সংসারের মানুষদের দিকে তাকালে দেখা যায় কেউই তার নিজের অবস্থায় সুখী নয়। বিত্তবান্ সম্পদবৃদ্ধির নেশায় ব্যস্ত; সাধারণ মানুষ ও ভোগাকাঙ্ক্ষী। এইভাবে আসক্তি বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃত সুখলাভ সম্ভভ নয়,ত্যাগেই প্রকৃত সুখ নিহিত। ভোগ-বিলাসিতা জীবনের ধর্ম নয়, জীবনের ধর্ম হচ্ছে কর্ম যোগে নিমগ্ন হওয়া। **'কর্মই ধর্ম'**- এই সঞ্জীবনী মন্ত্রেই প্রস্ফুটিত হয় কর্মসাধনার পুষ্পকলিকারা।

গীতায় বর্ণিত সাধন মার্গসমূহের মধ্যে ত্যাগই শ্রেষ্ঠ। ত্যাগ ছাড়া জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম-কোন পথেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। গীতার প্রকৃত মর্ম কি? এর উত্তরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বলেন- **"গীতা শব্দটি তিন চার বার উচ্চারণ করলেই প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়। অর্থাৎ 'গীতা' 'গীতা' বার বার বলতে বলতে বর্ণ-বিপর্যয়ে 'ত্যাগী' শব্দ উচ্চারিত হয়।এটাই গীতার সার। সংসারে কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি যার ত্যাগ হয়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম বুঝেছে"।**[37]

গীতায় ত্যাগ অর্থে কর্মত্যাগ নয় বা সন্ন্যাস অবলম্বন নয়। প্রকৃত ত্যাগ বা সন্ন্যাস হল ভিতরের ত্যাগ। আসক্তি ও ফল কামনা ত্যাগ করাই প্রকৃত ত্যাগ-সিদ্ধিলাভ। প্রকৃত সংযম বাইরের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো কর্ম না করার উপর নির্ভর করে না, ভিতরে মনকে সংযত করার অভ্যাসই প্রকৃত সংযম-শিক্ষা। গীতায় ভগবান বলেছেন—

"অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি"।।[38]

কর্মযোগে ফলত্যাগই মুখ্য কথা-**'...মা ফলেষু কদাচন'**।[39] সাংখ্যযোগে স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রী ভগবান **'প্রজহাতি যদা কামান সর্বান্...**'(২/৫৫), **'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্...**'(২/৭১), **'সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু...**'(১২/১১), **'শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ...'**(১২/১৭) প্রভৃতি উক্তিতে বারংবার সকল প্রকার কামনা ত্যাগ করার ওপর জোর দিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, আদর্শ কর্মযোগের সূতিকাগার হল গীতা। গীতার শ্রীকৃষ্ণ কোনো ব্যক্তি-বিশেষ নন, তিনি স্বয়ং ভগবান, পরব্রহ্ম। প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে অসীমের সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার বহিঃপ্রকাশ জগতের পক্ষে কল্যাণকর। তাই বলা যায়-

"গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা"।।[40]

গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বকর্তব্যে পরাঙ্মুখ অর্জুনের মধ্যে সুপ্ত অনন্ত-অসীম সম্ভাবনার জাগরণ ঘটিয়ে তাঁকে স্বকর্তব্যে নিযুক্ত করেছেন। যার ফলস্বরূপ অর্জুনসহ পঞ্চপাণ্ডব মহারণে বিজয় লাভ করেছে। মানবজাতির পক্ষে গীতার শিক্ষা হল কর্মে ভীত না হওয়া, কর্মের প্রকৃত স্বরুপ জেনে কর্মে ব্যাপৃত হওয়া। গীতার এই মহান আদর্শ অনুসরণে কর্ম করলে সেই কর্ম হবে সমাজের জন্য,দেশের জন্য সর্বোপরি নিজের জন্য মঙ্গলকর। গীতার সাম্যবাদকে আদর্শ করে চললে মনের সংকীর্ণতা দূর হতে বাধ্য। সুতরাং জীব জগতের হিতের জন্য সকলেরই গীতা অনুসরণ করা উচিত।

---

[37] কথামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ-৯৯৪।
[38] গীতা ১৮/৪৯।
[39] গীতা ২/৪৭।
[40] মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব-৪৩/১।

গ্রন্থপঞ্জী:

1. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, দেবালয় লাইব্রেরী, আসাম, চতুর্থ সংস্করণ-২০০৫ খৃঃ।
2. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-স্বামী বাসুদেবানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।
3. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমন মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।
4. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মহামোহপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড, ৭ম সংস্করণ। 5 . স্বামী বিবেকানন্দ, গীতা প্রেস উইনিয়ন প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬-৮৭ খৃঃ।
6. উপনিষদ সংগ্রহ-চিত্তরঞ্জন ঘোষাল, গ্রন্থিক, প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।
7. কর্মযোগ-স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম সংস্করণ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।
8. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।
9. ভারতীয় দর্শন, দীপক কুমার বাগচি, প্রগতিশীল প্রকাশক, তৃতীয় সংস্করণ আগস্ট, ২০০৭।
10. Bhagavad-Gita (Goodhartha Deepika)– Madhusudana Sarasvati (Translated into English by Swami Gambhirananda), Advaita Ashrama, Kolkata.
11. The Bhagavad-Gita – S. Radhakrishnan, Harper Collins, India.
12. Bhagavad-Gita (With the Commentary of Shankaracharya) – Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, Kolkata.
13. Upanishad – Compiled by Atulchandra Sen, Sitanath Tattvabhushan, Maheshchandra Ghosh, Haraf Prakashani, Kolkata-700007.
14 ShreemadBhagavad-Gita – Bankimchandra Chattopadhyay (With commentary in Bengali).
15. The Yoga Sutras of Patanjali: http://sanskritdocuments.org/all_pdf/yogasuutra_meaning.pdf.